সুইডেনের দেশলাইটা

আন্তন চেখভ

www.BanglaBook.org

সুইডেনের দেশলাইটা

□ The Swedish Match ▣

আন্তন চেখভ

একটি অপরাধমূলক গল্প

১৮৮৫-র ৬ই অক্টোবর একটি সুবেশ যুবক এস—জেলার ২নং সেক্টরের থানায় এসে খবর দিল, তার মনিব রক্ষীবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল মার্ক আইভানভিচ ক্রোজভ খুন হয়েছে। কথাগুলি বলার সময় যুবকটিকে বিবর্ণ ও অত্যধিক উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তার হাত দুটি কাঁপছিল, আর চোখ দুটি ছিল আতংকপূর্ণ।

পুলিশের বড়বাবু এভগ্রাফ কুজমিচ জানতে চাইল, "কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে?"

"সেকভ, ক্রোজভের ম্যানেজার। কৃষিবিশেষজ্ঞ ও বনবিদ।"

পুলিশের বড়বাবু ও সাক্ষীরা সেকভের সঙ্গে অপরাধের ঘটনাস্থলে পেঁছে দেখতে পেল: একদল লোক ক্রোজভের বাড়ির দিকটায় ভিড় করে আছে। অপরাধের খবরটা দাবানলের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর যেহেতু সেটা ছিল উৎসবের দিন তাই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে দলে দলে লোক স্রোতের মত সেখানে এসে হাজির হয়েছে। হৈ-চৈ ও হল্লা শুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু বিবর্ণ, অশ্রুসিক্ত মুখও দেখা যাচ্ছে। ক্রোজভের শোবার ঘরটাকে তালাবন্ধ দেখা গেল। তার চাবিটা ছিল ভিতরে।

দরজাগুলি পরীক্ষা করে সেকভ বলল, "স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা জানালা দিয়ে তার কাছে পেঁচেছিল।"

তারা শোবার ঘরের জানালার বাইরের দিককার বাগানে ঢুকল। জানালাটা দেখতে ভয়াবহ ও অশুভ! তাতে একটা সবুজ, বিবর্ণ পর্দা ঝুলছিল। একটা কোণ ঈষৎ ওল্টানো থাকায় শোবার ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল।

বড়বাবু প্রশ্ন করল, "আপনারা কেউ জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখেছেন কি?"

বাগানের মালী এফ্রেম বলল, "না হুজুর, সারা শরীর যখন থরথর করে কাঁপছে তখন তার ভিতরে তাকাবার কথা মনেই আসে নি!"

www.BanglaBook.org

জানালার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড়বাবু বলে উঠল, "প্রিয় মার্ক আইভানভিচ! আমি তো আগাগোড়াই বলে এসেছি, একটা খারাপ পরিণতিই তোমার হবে! আমি তোমাকে বলেছি, কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাও নি! অমিতাচারের পরিণতি খারাপই হয়।"

সেকভ বলল, "এফ্রেম ছাড়া আমরা কেউ তো একথা ভাবতেই পারতাম না। সেই প্রথম সন্দেহ করে যে এখানে একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। আজ সকালেই সে আমার কাছে এসে বলল: 'আমাদের মনিব এত দীর্ঘ সময় জেগে আছেন কেন? পুরো একটা সপ্তাহ তিনি শোবার ঘর থেকে বের হন নি।' সে যখন কথাটা বলল তখন আমার মাথায় যেন নীল আকাশ থেকে বজ্র ভেঙে পড়ল। তখনই আমার মনে পড়ে গেল, গত শনিবার থেকে তার দেখা পাই নি, আর আজ রবিবার! সাতটা দিন—এটা তো হাসির ব্যাপার নয়!"

বড়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যি বেচারি···চটপটে, শিক্ষিত, আর কত দয়ালু। বলতে পার, দলের প্রাণ ও আত্মা। কিন্তু একটু ভ্রষ্টচরিত্র, তার আত্মার শান্তি হোক! আমার তো আশংকাই ছিল, একটা কিছু ঘটবে! স্তেপান।" এভগ্রাফ কুজমিচ একজন সান্ত্রীর দিকে ঘুরে বলল, "এখনই আমার বাড়ি চলে যাও; আন্দ্রুশকাকে জেলা পুলিশের বড়বাবুর কাছে পাঠাবে; সে যেন ঘটনাটা রিপোর্ট করে! বলো, মার্ক আইভানভিচ খুন হয়েছে। আর কনেস্টবলের কাছে দ্রুত চলে যাবে—সেখানে বসে সে কি করছে? সে যেন এখানে চলে আসে। যত তাড়াতাড়ি পার গোয়েন্দা অফিসার নিকোলাই এর্মোলায়েভিচের কাছে যাবে; তাকে এখানে আসতে বলবে। দাঁড়াও, তাকে একটা চিঠি লিখে দেব।"

পুলিশের বড়বাবু বাড়িটার চারদিকে পাহারা বসাল, গোয়েন্দা অফিসারকে একটা চিঠি লিখল, তারপর ম্যানেজারের ঘরে গেল চা খেতে। প্রায় দশ মিনিট পরে তাকে দেখা গেল, টুলে বসে সযত্নে একটা মিষ্টিতে কামড় বসাচ্ছে, আর ফুটন্ত গরম চা খাচ্ছে।

সে সেকভকে বলছে, "দেখলে তো। একজন ভদ্রমানুষ, ধনী···পুশকিনের ভাষায় বলা যায়, দেবতাদের প্রিয়, কিন্তু তাতে হলটা কি? কিচ্ছু না। সে মদ খেত, ব্যভিচার করত, আর···এখন চেয়ে দেখ খুন হল।"

দুঘণ্টা পরে গোয়েন্দাপ্রবর পেঁছে গেল। নিকোলাই এর্মোলায়েভিচ চুবিকভ (তার নাম) দীর্ঘকায়, সৌম্যদর্শন, বয়স প্রায় ষাট; সিকি শতাব্দী ধরে নিজের কাজ করছে। একজন সৎ, বুদ্ধিমান, উৎসাহী ও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলে গোটা জেলার লোক তাকে জানে। সে ঘটনাস্থলে এল তার অপরিহার্য সঙ্গী, সহকারী ও সচিব দুকোভস্কিকে সঙ্গে নিয়ে; বছর ছাব্বিশের একটি দীর্ঘকায় যুবক সে।

সেকভের ঘরে ঢুকে দ্রুত সকলের সঙ্গে করমর্দন করে চুবিকভ বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, এটা কি হতে পারে? মার্ক আইভানভিচ খুন হয়েছেন? না, এটা অসম্ভব। অ-স-ম্ভ-ব!"

"আচ্ছা···" এভগ্রাফ কুজমিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

www.BanglaBook.org

"হা ঈশ্বর! এই তো গত শুক্রবারেও তারাবাংকোভোর মেলায় তার সঙ্গে দেখা হল! একসঙ্গে ভদকা খেলাম,...একথা শুনে কিছু মনে করবেন না।"

"আচ্ছা..." এভগ্রাফ কুজমিচ আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আতংক প্রকাশ করল, এক গ্লাস করে চা খেল, আর তারপরে ঘটনাস্থলে গেল।

কনেস্টবল চেঁচিয়ে ভিড়ের লোকদের বলল, "রাস্তা ছাড়!"

মহলে ঢুকে গোয়েন্দা অফিসার প্রথমেই শোবার ঘরের দরজাটা পরীক্ষা করল। পাইন কাঠের দরজা, হলুদ রং করা, একটা দাগও পড়ে নি।

তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করল। অনেক ধাক্কাধাক্কি, হাঁকাহাঁকির পরে কুড়ুল ও বাটালির আঘাতে দরজাটা ভেঙে পড়লে গোয়েন্দা অফিসার হেঁকে বলল, "অনধিকারীরা দয়া করে পিছিয়ে দাঁড়ান। দয়া করে তদন্তের স্বার্থে...কনেস্টবল, কাউকে ঢুকতে দিও না!"

চুবিকভ, তার সহকারী এবং পুলিশের বড়বাবু দরজা খুলে একটু ইতস্তত করে একে একে শোবার ঘরে ঢুকল। নিম্নলিখিত দৃশ্যটি তাদের চোখে পড়ল। ঘরের একমাত্র জানালাটার ধারে একটা মস্তবড় পালকের বিছানা। হাঁসের নরম পালকের কুঁচকানো গদীর উপর একটা ভাঁজ-ভাঙা, কুঁচকানো লেপ পড়ে আছে। সুতীর ওড়-পরানো বাঁকা-চোরা দুমড়ানো একটা বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে। পাশের ছোট টেবিলের উপর আছে একটা রুপোর ঘড়ি ও একটা রুপোর বিশ কোপেকের মুদ্রা। একটা গন্ধক-বাতির বাক্সও ছিল। বিছানা, টেবিল ও একটিমাত্র চেয়ার ছাড়া শোবার ঘরে আর কোন আসবাব নেই। বিছানার নীচে তাকিয়ে বড়বাবুর চোখে পড়ল প্রায় দুই ডজন খালি বোতল, একটা পুরনো খড়ের টুপি ও এক বোতল ভদকা। টেবিলের নীচে ছিল ধুলোমাখা একটা বুট। গোয়েন্দা অফিসার ঘরের চারদিক দেখল, ভুরু কুঁচকালো, তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"বদমাসের দল!" ঘুষি পাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল।

দ্যুকভস্কি শান্ত গলায় প্রশ্ন করল "কিন্তু মার্ক আইভানভিচ কোথায় গেলেন?"

কর্কশ গলায় চুবিকভ তাকে বলল, "দয়া করে নাক গলাবে না! ভাল মানুষের মত মেঝেটা পরীক্ষা করে দেখ। আমার অভিজ্ঞতায় এ ধরনের ঘটনা এই দ্বিতীয়বার ঘটল এভগ্রাফ কুজমিচ," নীচু গলায় পুলিশের বড়বাবুকে কথাগুলি বলল চুবিকভ। "আঠারোশ' সত্তরে অনুরূপ আর একটি ঘটনা আমার হাতে এসেছিল। কিন্তু তখন আপনার হয়তো মনে আছে...ব্যবসায়ী পোর্ত্রেভ খুন হয়েছিল। তখনও এই একই ভাবে। দুর্বৃত্তরা তাকেও খুন করে দেহটাকে জানালা দিয়ে টেনে বের করেছিল..."

চুবিকভ জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে সাবধানে ফ্রেমটাকে ঠেলা দিল। জানালা খুলে গেল।

www.BanglaBook.org

"এটা খুলে গেল, তার মানে এটা আটকানো ছিল না। হুম! জানালার গোবরাটে দাগ লেগে আছে। দেখতে পাচ্ছেন? একটা হাঁটুর দাগ। কেউ জানালা বেয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। জানালাটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে।"

দ্রাকভস্কি বলল, "মেঝেতে বিশেষ লক্ষণীয় কিছু নেই। কোন দাগ নেই, আঁচড় নেই। পেয়েছি শুধু একটা সুইডিশ দেশলাইয়ের খালি বাক্স। এই সেটা! যতদূর মনে পড়ে, মার্ক আইভানভিচ ধূম-পান করতেন না; প্রাত্যহিক প্রয়োজনে তিনি গন্ধকের দেশলাই ব্যবহার করতেন, সুইডেনের দেশলাই নিশ্চয় নয়। এই দেশলাইটাও একটা সূত্র হতে পারে।"

"আঃ, দয়া করে থাম তো!" হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা অফিসার বলল। "উনি দেশলাই নিয়েই আছেন! হঠকারীদের আমি সহ্য করতে পারি না! দেশলাইয়ের খোঁজ ছেড়ে তুমি বরং বিছানাটা ভাল করে পরীক্ষা কর!"

বিছানা পরীক্ষা করে দ্রাকভস্কি জানাল:

"রক্তের দাগ বা অন্য রকমের কোন দাগ নেই। নতুন কোন ছেঁড়াও নেই। বালিশে দাঁতের দাগ। কম্বলে জলের দাগ; তাতে বিয়ারের গন্ধ ও স্বাদ।...বিছানার অবস্থা দেখে মনে হয় তার উপর ধস্তাধস্তি হয়েছিল।"

"লড়াইয়ের কথা বলতে তোমাকে বলি নি! সে কথায় আমার দরকার নেই। লড়াইয়ের খোঁজ না করে তুমি বরং...."

"এখানে একটা বুট আছে, আর একটা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তার মানে কি?"

"বুট খোলার সময়ই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয় বুট খোলার সময়ই পান নি...."

"ফুঃ! কি করে বুঝলে যে তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে?"

"বালিশে দাঁতের দাগ রয়েছে। বালিশটাও দুমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থায় বিছানা থেকে ছ' ফুট দূরে পাওয়া গেছে।"

"বাকসর্বস্ব! তুমি বরং বাইরে যাও। এখানে ঘুরঘুর না করে বাগানটা খুঁজে দেখ। তোমাকে ছাড়াই আমি এখানকার কাজটা চালিয়ে নিতে পারব।"

বাইরে গিয়ে তদন্তকারী প্রথমেই ঘাস পরীক্ষা করল। জানালার নীচে ঘাস মাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দেয়ালের নীচে একটা কাঁটা গাছও পদদলিত। দ্রাকভস্কি অনেক খুঁজে সেখানে কয়েকটা ভাঙা ডাল ও একটুকরো তুলো পেল। গাছের মাথায় পাওয়া গেল ঘন-নীল তুলোর কয়েকটি সূক্ষ্ম গুচ্ছ।

"তার নতুন সুটের রং কি ছিল?" দ্রাকভস্কি জিজ্ঞেস করল সেকভকে।

"হলুদ।"

www.BanglaBook.org

"চমৎকার। তার মানে তারা নীল রংয়ের জামা পরেছিল।"

কাটাগাছের কয়েকটা ডগা কেটে সযত্নে কাগজে মুড়ে রাখা হল। ঠিক তখনই জেলা পুলিশের বড়কর্তা আর্তসাইবাসেভ-স্বিস্তাকভস্কি, জেলা পুলিশের বড়কর্তা এবং ডাক্তার ত্রাত্যুয়েভ এসে হাজির হল। জেলা পুলিশের বড়কর্তা কুশল বিনিময় করেই নিজের কৌতূহল মেটানোর কাজ শুরু করে দিল, কিন্তু ডাক্তার—লোকটি লম্বাটে, অত্যন্ত সরু, চোখ দুটি গর্তে-বসা, লম্বা নাক ও চোখা থুতনি—কারও সঙ্গে কুশল-বিনিময় করল না, কোন প্রশ্ন করল না, একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল :

"সার্বরা আবার বিদ্রোহ করেছে! তারা কি যে চায় তাও বুঝি না! ওঃ, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রিয়া! এ সবই তোমার কাজ!"

বাইরে থেকে জানালাটা পরীক্ষা করে কিছুই পাওয়া গেল না; কিন্তু জানালার নিকটবর্তী ঘাস ও ঝোপ পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা অনেক দরকারী সূত্র পেয়ে গেল। যেমন, দ্রাকভস্কি ঘাসের উপর একটুকরো লম্বা কালো জায়গা পেয়ে গেল যেটা জানালা থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে বাগানের ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে। জমিটা শেষ হয়েছে লিলাক ফুলের একটা ঝোপের নীচে গাঢ়বাদামী রংয়ের একটা বড় দাগের মত হয়ে। সেই ঝোপের নীচেই পাওয়া গেল একপাটি বুট যার মাপ মত আর এক পাটি পাওয়া গিয়েছিল শোবার ঘরে।

দাগটা পরীক্ষা করে দ্রাকভস্কি বলল, "এটা তো পুরনো রক্ত!"

"রক্ত" কথাটা শুনেই ডাক্তার উঠে দাঁড়াল এবং হেলাফেলাভাবেই এক নজর দাগটার দিকে তাকাল।

বিড়বিড় করে বলল, "হ্যাঁ রক্তই বটে।"

বাঁকা চোখে দ্রাকভস্কির দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলল, "তার মানে তাকে গলা টিপে মারা হয় নি। যখন রক্ত পাওয়া যাচ্ছে।"

"তারা তাকে গলা টিপে খুন করেছে শোবার ঘরে, কিন্তু এখানে এসে, পাছে সে বেঁচে যায় এই ভয়ে তাকে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। ঝোপের তলাকার দাগ দেখে মনে হয়, সেখানেই তিনি বেশ কিছু সময় পড়েছিলেন, আর ততক্ষণ দুর্বৃত্তরা তাকে বাগান থেকে বের করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল।"

"আর বুটটা?"

"শুতে যাবার আগে বুট খোলার সময়ই তাকে খুন করা হয়েছিল, বুটটা আমার সেই ধারণাকেই সমর্থন করছে। একটা বুট তিনি খুলে ফেলেছিলেন, অপরটা, যেটা এখানে পাওয়া গেল সেটা তিনি অর্ধেক মাত্র খুলেছিলেন। তারপর তাকে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা তিনি যখন পড়ে গিয়েছিলেন, তখনই অন্য পাটিটা আপনা থেকেই খুলে গিয়েছিল।...."

চুবিকভ বিদ্রূপ করে বলল, "কী বুদ্ধি! ওর কথা শোন! এই সব বাজে কচকচি তুমি ছাড়তে

www.BanglaBook.org

শিখবে ? এসব ছেড়ে তুমি বরং কিছু ঘাস ও রক্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করলে ভাল কাজ হবে !"

তদন্ত শেষ করে জায়গাটার একটা মানচিত্র এঁকে নিয়ে সকলে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল একটা প্রতিবেদন লিখতে ও দুপুরের খাবার খেতে। খেতে খেতে তারা কথাবার্তা বলতে লাগল।

আলোচনার সূত্রপাত করে চুবিকভ বলল, "ঘড়ি, টাকা এবং অন্যান্য জিনিস···সব ঠিক আছে। কাজেই এটা দুই আর দুইয়ের মতই নিশ্চিত যে কোন লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করা হয় নি।"

"কিন্তু কাজটা করেছে একজন শিক্ষিত লোক", দ্যুকভস্কি ফোড়ন কাটল।

"এরকম অনুমান করার কারণ ?"

"আমার স্বপক্ষে আছে এই সুইডেনের দেশলাইটা, এ রকম দেশলাইয়ের সঙ্গে স্থানীয় চাষীরা পরিচিত নয়। একমাত্র জমিদাররাই, তাও সকলে নয়, এ সব ব্যবহার করে থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, অন্তত তিনজনে মিলে খুনটা করেছে, একজন নয় ; দু'জন তাকে চেপে ধরেছে, অন্য জন তার শ্বাস রোধ করেছে। ক্লৌজভ শক্তিশালী লোক ছিলেন, খুনীরা অবশ্যই সেটা জানত।"

"ধর, সেই সময় তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকতেন তাহলে তার গায়ের জোর কোন কাজে লাগত ?"

"খুনীরা যখন তাকে চেপে ধরেছিল, তখন তিনি বুট খুলছিলেন। তা যদি হয় তাহলে তিনি ঘুমাচ্ছিলেন না।"

"এই সব আবিষ্কার থামাও ! তার চাইতে যেমন খাচ্ছ খেয়ে যাও !"

টেবিলের উপর সামোভারটা রাখতে রাখতে বাগানের মালী এফেম মাঝখান থেকে বলে উঠল, "আমার মতে হুজুর, এই নোংরা কাজটা করেছে নিকোলাশকা, অন্য কেউ নয়।"

"সম্পূর্ণ সম্ভব," বলল পিসেকভ।

"এই নিকোলাশকা কে ?"

এফেম জবাব দিল, "মনিবের খাস চাকর হুজুর। সে ছাড়া আর কে হবে ? পাজি লোক হুজুর ! এত বড় মাতাল আর দুশ্চরিত্র যে ভাবা যায় না ! সেই তো বরাবর মনিবকে ভদকা এনে দিত, আর সেই তাকে বিছানায় শুইয়ে দিত। সে ছাড়া আর কে ? তাছাড়া, আরও একটা কথা সাহস করে হুজুরের কাছে নিবেদন করতে চাই : শুঁড়িখানায় বসে সেই তো আস্ফালন করে বলেছিল, মনিবকে খুন করবে, এ সবই তো ঘটেছে আকুলকার জন্য, একটি মেয়ে মানুষের জন্য। সেই তো সৈনিকের বৌকে রেখেছিল, মনিবের নজরও পড়ল তার উপর, তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আর নিকোলাশকা···সেও অবশ্য রেগে গিয়েছিল, এখন তো সে মদ খেয়ে রান্নাঘরে পড়ে আছে। কান্নাকাটি করছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন মনিবের জন্য তার দুঃখের শেষ নেই···"

সেকভ বলল, "সত্যি, আকুলকার উপর রাগ হতেই পারে। সে একজন সৈনিকের বৌ, চাষীর মেয়ে, কিন্তু মার্ক আইভানভিচ যে তাকে "নানা" বলতেন সেটাও ঠিক। তার মধ্যে "নানা"-র কিছু কিছু ভাব ছিল। খুবই আকর্ষণীয়া···"

লাল রুমালে নাকটা ঝেড়ে গোয়েন্দা অফিসার বলল, "আমি তাকে দেখেছি। আমি জানি।"

www.BanglaBook.org

দ্যুকভ্স্কি লজ্জায় লাল হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। পুলিশের বড়বাবু চায়ের প্লেটের উপর আঙুল ঠুকে বাজাতে শুরু করল। তার উপরওয়ালা কাশতে শুরু করল, আর কোন কারণে হাত-টাকে পোর্টফোলিওর ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আকুলকো এবং নানার নাম উল্লেখ করাতে একমাত্র ডাক্তারেরই কোন ভাবান্তর ঘটল না। গোয়েন্দাটি নিকোলাশকোকে ডেকে পাঠাল।

একটি চাষাড়ে চেহারার যুবক সেকভের ঘরে ঢুকে নত হয়ে গোয়েন্দা অফিসারকে অভিবাদন করল। তার দাগভর্তি লম্বা নাক, ফাঁকা বুক, আর পরনে মনিবের ফেলে-দেওয়া জামা। মুখে ঘুম-ঘুম ভাব, চোখের জলের স্পষ্ট দাগ। পাড় মাতাল অবস্থা, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিল না।

"তোমার মনিব কোথায়?" চুবিকভ প্রশ্ন করল।

"তিনি খুন হয়েছেন হুজুর!"

এই কথা বলেই নিকোলাশকো চোখ পিট্ পিট করে কাঁদতে শুরু করল।

"আমরা জানি খুন হয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি কোথায়? তার দেহটা কোথায়?"

"সকলে বলছে তাকে জানালা দিয়ে টেনে নিয়ে বাগানে কবর দেওয়া হয়েছে।"

"হুম! দেখছি তদন্তের ফলাফল এর মধ্যে রান্নাঘরেও পেঁছে গেছে। মারাত্মক ব্যাপার! কিন্তু বাছা, যে রাতে তোমার মনিব খুন হন তখন তুমি কোথায় ছিলে? অর্থাৎ শনিবারে?"

নিকোলাশকো মাথা খাড়া করে বকের মত গলাটা বাড়িয়ে অনেক চিন্তা করল।

তারপর বলল, "আমি জানি না হুজুর। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ছিলাম, কিছুই মনে পড়ছে না।"

দাঁত খিঁচিয়ে হাত ঘষতে ঘষতে দ্যুকভ্স্কি ফিসফিসিয়ে বলল, "এলিবাই!"

"বটে। মনিবের জানালার নীচে রক্ত কেন?"

মাথাটা পিছনে ঝাঁকিয়ে নিকোলাশকো ভাবতে লাগল।

"তাড়াতাড়ি ভাব," জেলা পুলিশের বড়বাবু বলল।

"একটু সবুর করুন। রক্তটা কোন ব্যাপারই নয় হুজুর। আমি একটা মুরগিকে জবাই করছিলাম। যথারীতি জবাই করছি এমন সময় সেটা এক লাফে আমার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তাহলে বুঝুন রক্তটা এল কোথা থেকে।"

এফেম বলল, "নিকোলাশকো নানা জায়গাতেই মুরগি জবাই করে থাকে একথা ঠিক, কিন্তু কেউ কখনও দেখে নি যে একটা আধমরা মুরগি বাগানময় ছুটে বেড়ায়—অবশ্য কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।"

"এলিবাই", দ্যুকভ্স্কি নাক সিঁটকে বলল। "আর কী বাজে এলিবাই।"

"তুমি আকুলকোকে চিনতে?"

"চিনতাম।"

"মনিব কি তোমার কাছ থেকে তাকে ফুসলে নিয়েছিলেন?"

www.BanglaBook.org

"না। আমার কাছ থেকে আকুলকাকে ভাগিয়ে নিয়েছিলেন উনি, মিস্টার সেকভ, আইভান মিখাইলভিচ, আর মনিব তাকে নিলেন আইভান মিখাইলভিচের কাছ থেকে। আসল ঘটনা এটাই।"

সেকভ নিজের বাঁ চোখটা ঘষতে শুরু করল।

দ্যুকভস্কি কড়া চোখে তার দিকে তাকাল; বুঝতে পারল সে বিব্রত বোধ করছে; আতঙ্কে উঠেছে। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ম্যানেজারের পরনে গাঢ় নীল রঙের ট্রাউজার। এটা সে আগে লক্ষ্য করে নি। ট্রাউজার দেখেই তার মনে পড়ে গেল কাটাগাছের উপর পাওয়া নীল সুতোর কথা। চুবিকভও সন্দেহের চোখে পিসেকভের দিকে তাকাল।

নিকোলাশকাকে বলল, "তুমি যেতে পার। আর মিঃ পিসেকভ যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি অবশ্যই শনিবারে এবং রবিবারের আগের রাতটা এখানেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ, দশটার সময় মার্ক আইভানভিচের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়েছি।"

"আর তারপরে?"

সেকভ বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়াল।

তো-তো করে বলতে লাগল, "তারপর তারপর···আসলে, আমার মনে পড়ছে না। সেই সময়ে প্রচুর মদ খেয়েছিলাম, কোথায় বা কখন শুতে গিয়েছিলাম তাও মনে নেই। আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? ঠিক যেন খুনটা আমিই করেছি?"

"ঘুমটা ভেঙেছিল কোথায়?"

"ঘুম ভেঙেছিল চাকরদের রান্নাঘরের স্টোভের টেবিলের উপর। এ কথা সকলেই সমর্থন করবে। কেমন করে সেখানে গিয়েছিলাম তা মনে নেই।"

"এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি আকুলকাকে চিনতেন?"

"মোটামুটি।"

"সে কি ক্লৌজভের জন্য আপনাকে ছেড়েছিল?"

"হ্যাঁ। এফেম, আরও ছয়াক দাও তো। এভগ্রাফ কুজমিচ, চা?"

প্রায় পাঁচ মিনিট একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। দ্যুকভস্কি একটা কথাও বলল না; সেকভের বিবর্ণ মুখের উপর থেকে মর্মভেদকারী দৃষ্টিও সরাল না। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গোয়েন্দা অফিসার।

বলল, "বড় বাড়িতে গিয়ে মৃতের বোন মারিয়া আইভানভনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তিনি আমাদের কিছু সূত্র দিতে পারেন।"

ভোজের জন্য গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চুবিকভ ও তার সহকারী জমিদার-বাড়িতে ঢুকল। সেখানে দেখতে পেল, পঁয়তাল্লিশ বছরের কুমারী মারিয়া আইভানভনা পারিবারিক বিগ্রহের সামনে প্রার্থনা করছে। হাতে পোর্টফোলিও ও মাথায় ব্যাজ-আঁটা টুপি। অতিথিদের দেখে মহিলার মুখ

www.BanglaBook.org

কালো হয়ে গেল।

সপ্রতিভ চুবিকভ গোড়ালি ঘষতে ঘষতে বলতে শুরু করল, "আপনার পবিত্র ভাবকে ভঙ্গ করলাম বলে প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার সমীপে কিছু নিবেদন করার আছে। ইতিমধ্যেই আপনি অবশ্যই শুনেছেন···সকলেরই সন্দেহ যে আপনার ভাইকে খুন করা হয়েছে। আপনি তো বোঝেন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কি জার আর কি রাখাল বালক, মৃত্যুকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। কোনরকম ইঙ্গিত বা ব্যাখ্যার দ্বারা আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে পারেন?"

আরও বিবর্ণ হয়ে মুখটাকে দুই হাতে ঢেকে মারিয়া আইভানভনা বলল, "ওঃ, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কিছুই বলতে পারব না। কিছু না। আমি আপনাদের মিনতি করছি। এমন কিছুই নেই যা আমি···আমি কি করতে পারি? ওঃ, না, না,···আমার ভাই সম্পর্কে একটা কথাও নয়। কিছু বলার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

মারিয়া আইভানভনা কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে চলে গেল। তদন্তকারীরা দৃষ্টি বিনিময় করল, ঘাড় ঝাঁকুনি দিল, এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্মিত্রিভস্কি ধিক্কার জানিয়ে বলে উঠল, "হায় নারী জাতি! স্পষ্টতই উনি কিছু জানেন, আর সেটা চেপে গেলেন। তার মুখে অবশ্যই কিছু লেখা ছিল। অপেক্ষা কর শয়তানরা! সব কথা আমি টেনে বার করব!"

সেদিন সন্ধ্যায় চুবিকভ ও তার সহকারী ম্লান চাঁদের আলোয় বাড়ি ফিরছিল; দুই চাকার গাড়িতে বসে তারা মনে মনে সারা দিনের কাজের হিসাব কষছিল, দুজনই ক্লান্ত, নিশ্চুপ। পথ চলতে চলতে কথা বলাটা চুবিকভ পছন্দ করে না, আর বাকসর্বস্ব দ্মিত্রিভস্কি বুড়ো মানুষটার জন্যই মুখ বুজে ছিল। অবশ্য যাত্রা শেষ হবার পরে সহকারীটি আর চুপ করে থাকতে পারল না।

সে বলে উঠল, "ঐ নিকোলাসকো এ ব্যাপারে জড়িত আছেই; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার কুৎসিত মুখটা দেখলেই বোঝা যায় সে কোন্ কিসিমের খরিদ্দার।···তার এলিবাই থেকেই সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। আর এ ব্যাপারে সেও যে আসল মাথা নয় সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। সে তো একটা বোকা, ভাড়াটে গুণ্ডা মাত্র। আর এ ব্যাপারে সেকভের ভূমিকাও তুচ্ছ নয়। গাঢ় নীল ট্রাউজার, বিব্রত ভাব, খুনের পরে ভয়ে স্টোভের টেবিলের উপর শুয়ে থাকা, তার এলিবাই, আর আকুলকো।"

"বোকার মত কথা বলো না! তোমার মতে, আকুলকোকে যে চিনত সেই খুনী? ওহে মাথা গরম! তোমার কাজ খুকুমণির মত দুধ খাওয়া, অপরাধের তদন্ত করা নয়। তুমিও তো আকুলকোর পিছনে ছুটেছ; তার অর্থ কি এই যে তুমিও এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত?"

"আকুলকোও তো একমাসের মত আপনার বাড়িতে বাস করেছে রাঁধুনি হিসাবে, কিন্তু আমি তো কিছু বলছি না। সেই শনিবার সন্ধ্যায় আমি আপনার সঙ্গে তাস খেলেছি, আপনাকে দেখেছি না হলে তো আপনাকেও সন্দেহ করতাম। না মশায়, মেয়েছেলের ব্যাপারটাই বড় কথা নয়।

www.BanglaBook.org

কথা হল নীচ, নোংরা পাশবিক অনুভূতি···একটি লাজুক যুবক চায় না যে কেউ তার উপর টেক্কা মেরে যাক। অহংকার বুঝলেন···সে প্রতিহিংসা নিতে চায়। তারপর···ঐ দুটি পুরু ঠোঁটই তো কামুকতার জোরদার লক্ষণ। সে যখন "নানা"র সঙ্গে আকুলকার তুলনা করছিল তখন সে কি ভাবে ঠোঁট চাটছিল সেটা মনে আছে কি? ঐ হতভাগা লোকটা যে কামনার দাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে আমরা পাচ্ছি আহত অহংকার ও অতৃপ্ত কামনা। একটা খুনের পক্ষে সেই 'মোটিভ'টাই তো যথেষ্ট। দু'জনকে তো ধরতে পেরেছি; কিন্তু তৃতীয় জনটি কে? নিকলাশ্কা ও সেকভ শিকারকে চেপে ধরেছিল কিন্তু তার শ্বাসরোধ করেছিল কে; সেকভ ভীতু, লাজুক ও ভীরু। নিকলাশ্কা একটা বালিশ দিয়ে কারও শ্বাসরোধ করতে পারে না; তার মত লোক একটা কুড়ুল বা মুগুর ব্যবহার করে থাকে।···সে কাজটা করেছে কোন তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু সে কে?"

দ্যুকভ্স্কি টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে ভাবতে লাগল। গাড়িটা তদন্তকারী গোয়েন্দার বাড়িতে পেঁছনো পর্যন্ত সে চুপ করে বসে থাকল।

বাড়িতে ঢুকে কোটটা খুলেই সে বলে উঠল, "ইউরেকা! ইউরেকা, নিকলাই এমেলিয়েভিচ! এ কথাটা আগে কেন যে মনে আসে নি তা তো আমি ভাবতেই পারছি না। আপনি কি জানেন তৃতীয় লোকটি কে ছিল?"

"দয়া করে ওসব ভুলে যাও। খাবার প্রস্তুত! বসে খেতে পুরু কর!"

দু'জন খেতে বসল। দ্যুকভ্স্কি এক গ্লাস ভদকা ঢেলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর চোখ দুটি চকচক করে বলল:

"আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যে তৃতীয় ব্যক্তিটি শয়তান সেকভের সঙ্গে ছিল এবং শিকারের শ্বাসরোধ করেছিল একটি নারী। হ্যাঁ, আমি নিহত লোকটির বোন মারিয়া আইভানভ্নার কথা বলছি!"

ভদকার চুমুক দিতে দিতে চুবিকভ স্থির দৃষ্টিতে দ্যুকভ্স্কির দিকে তাকাল।

"তুমি···তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ? তোমার কি মাথা ধরেছে?"

"আমি ভাল আছি। বেশ তো, তাহলে ধরুন আমার ভুলই হয়েছে—সে ক্ষেত্রে আমাদের উপস্থিতিতে তার বিব্রত ভাবটাকে আপনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তার সাক্ষী দেবার অনিচ্ছাটাকেই বা আপনি কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন? যদি ধরেই নেই যে এ সব খুঁটিনাটির ব্যাপার—বেশ! ঠিক আছে! তাদের সম্পর্কটার কথা মনে আছে তো? মহিলাটি পুরাতনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু লোকটি তো পাষণ্ড, লম্পট। সেখানেই তো ঘৃণার জন্ম। লোকে বলে, লোকটি মহিলাকে ভাল করেই বোঝাতে পেরেছিল যে সে শয়তানের দোসর। মহিলার উপস্থিতিতেই সে প্রেতবাদের অনুশীলন করত।"

"বেশ তো, তাতে কি হল?"

"বুঝতে পারছেন না! প্রাচীনপন্থী ধর্মবিশ্বাসী মহিলাটি ধর্মীয় গোড়ামির জন্যই তাকে

www.BanglaBook.org

খুন করেছেন! তিনি যে কেবল ধর্মপথের একটি কাঁটা, একটি লম্পটকে শেষ করেছেন তাই নয়, একটি যীশুবিরোধী মানুষের হাত থেকে তিনি পৃথিবীটাকে রক্ষা করেছেন—আর তিনি মনে করেন এটাই তার কর্তব্য, তার ধর্ম-কার্য! ওঃ, এই বয়স্কা কুমারী, এই প্রাচীনপন্থীদের আপনি চেনেন না! দস্তয়েভস্কি পড়ুন! আর লেসকেভ ও পেচেরেস্কি কি লিখেছেন···তিনিই আসল লোক, অতএব আমাকে সাহায্য করুন! তিনিই ভাইয়ের গলা টিপে তাকে খুন করেছেন! ওঃ, শয়তানী! আমরা যখন ভিতরে ঢুকলাম তখন আমাদের চোখে ধুলো দিতেই কি তিনি বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না? আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকি, তাহলেই ওরা ভাববে যে আমি স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি, তারা যে আসবে সেটা আমি জানিই না! উঠতি অপরাধীদের এটাই তো চাল। প্রিয় নিকলাই এমেলিয়েভিচ! বন্ধু আমার, এই মামলাটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি নিজে এটা আগাগোড়া দেখতে চাই! এটা আমি শুরু করছি, আমিই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব!"

চুবিকভ মাথা নেড়ে ভুরু কোঁচকাল।

বলল, "আমার সমস্যার সমাধান করতে আমি জানি। আর অবাঞ্ছিতভাবে নাক গলানোটা তোমার কাজ নয়। যা বলব তাই করবে—সেটাই তোমার কাজ!"

দ্যুকভস্কি রেগে আগুন হয়ে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে চুবিকভ বলল, "খুব চালাক, রাস্কেল! কেবল একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ। মেলা থেকে উপহার হিসাবে একটা সিগারেট-কেস তাকে কিনে দিতে হবে।"

পরদিন সকালে ক্লোজভকা থেকে তদন্তকারী মোয়েন্দার কাছে এনে হাজির করা হল বড় মাথা ও খরগোসের মত ঠোঁটওয়ালা একটি যুবককে। নিজেকে মেষপালক দানিলকো বলে পরিচয় দিয়ে সে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যও জানাল।

বলল, "আমি খুব মাতাল হয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত পর্যন্ত এক ভাইয়ের সঙ্গে জেগে ছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে সাঁতার কাটতে নদীতে নামলাম। সাঁতার কাটতে কাটতেই দেখলাম: দুটো লোক একটা কালো জিনিসকে বহন করে বাঁধটা পার হচ্ছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম 'হেই!" তারা ভয় পেয়ে মাকারেভের ফল-বাগানের দিকে ছুটে গেল। তারা যাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি যদি মনিব না হন তো ঈশ্বর আমাকে মেরে ফেলুন!"

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সেকভ ও নিকলাশকাকে গ্রেপ্তার করে পাহারা সঙ্গে দিয়ে জেলা শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তাদের কারাগারে রাখা হল।

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

বারো দিন পার হয়ে গেল।

সকালবেলা। গোয়েন্দা নিকলাই এমেলিয়েভিচ নিজের বাড়িতে একটা সবুজ ডেস্কের পাশে বসে "ক্রৌজভ মামলা"র নথিপত্র ওল্টাচ্ছিল। দ্যুকভস্কি খাঁচায় বন্দী নেকড়ের মত অশান্তভাবে পায়চারি করে চলেছে।

ছোট দাড়িটা টানতে টানতে সে উত্তেজিতভাবে বলল, "আপনি তো নিকলাশকো ও সেকভের অপরাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। মারিয়া আইভানভনাই যে দোষী সেটা আপনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না কেন? যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ কি আপনি পান নি?"

"আমি তো বিশ্বাস করছি না তা বলি নি। আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু যে কারণেই হোক, এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।... সত্যিকারের প্রমাণ যাকে বলে সেটা নেই, যা আছে সেটা এক রকমের দার্শনিক কথা — ধর্মীয় গোড়ামির মত কিছু।"

"একটা কুড়ুল এবং রক্তমাখা কাপড় না হলে বুঝি আপনার চলে না! উকিলের দল! যে করেই হোক, এটা আমি প্রমাণ করবই। তখন আপনি ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকে হাল্কা করে দেখাটা বন্ধ করতে বাধ্য হবেন! আপনার মারিয়া আইভানভনাকে সাইবেরিয়ায় যেতেই হবে! আমি এটা প্রমাণ করে দেবই! দার্শনিক তত্ত্ব যদি আপনার কাছে যথেষ্ট না হয় তাহলে বাস্তব প্রমাণই দেব। আপনাকে দেখিয়ে দেব আমার দর্শনশাস্ত্র কত সঠিক! একবার আমাকে জেলাটা ঘুরে আসতে দিন।"

"তুমি কি বলতে চাও? এ সবের অর্থ কি?"

"একটা সুইডিশ দেশলাই ভুলে গেছেন? আমি ভুলি নি! নিহত লোকটির ঘরে কে এটা জ্বালিয়েছিল তা আমি খুঁজে বের করবই। নিকলাশকো বা সেকভ দেশলাই জ্বালায় নি, কারণ তল্লাসীর সময় তাদের কাছে দেশলাই পাওয়া যায় নি; দেশলাই জ্বালিয়েছিল কোন তৃতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ মারিয়া আইভানভনা। আমি এটা প্রমাণ করবই! আমাকে শুধু জেলাটা ঘুরে আসতে দিন, তাহলেই আমি খুঁজে পাব।"

"ঠিক আছে, তাহলে বসে পড়, আমরা জেরার কাজ চালিয়ে যাই।"

দ্যুকভস্কি টেবিলের পিছনে বসে নিজের লম্বা নাকটাকে নথিপত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

গোয়েন্দা হাঁক দিল, "নিকলাই তেতেখভকে হাজির কর!"

হাজির করা হল নিকলাশকোকে। বিবর্ণ, আঁচড়ার মত সরু লোকটার সারা শরীর কাঁপছে।

চুবিকভ শুরু করল, "তেতেখভ! আঠারো শ' উনআশী সালে প্রথম সেক্টরের ম্যাজিস্ট্রেট তোমাকে চুরির অপরাধে দণ্ডিত করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন। আঠারো শ' বিরাশী সালে পুনরায়

www.BanglaBook.org

চুরির অভিযোগে আবার তোমার বিচার হয় এবং শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার তুমি কারারুদ্ধ হও....আমরা সব জানি।"

নিকলাশকার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়-রেখা। গোয়েন্দার সর্বজ্ঞতা তাকে বাক্যহারা করে দিয়েছে। কিন্তু অচিরেই বিস্ময়ের বদলে সেখানে দেখা দিল গভীর দুঃখের আভাস। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে একটু শান্ত হয়ে আসার জন্য অনুমতি চাইল। তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

"সেকভকে হাজির কর!" গোয়েন্দা হুকুম করল।

সেকভকে হাজির করা হল। গত কয়েক দিনেই যুবকটির মুখমণ্ডলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাকে সংকুচিত, বিবর্ণ ও ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে। দুই চোখে ফুটে উঠেছে গভীর উদাসীনতা।

চুবিকভ বলল, "বস সেকভ। আশা করি আজ তুমি সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে, আগেকার মত মিথ্যা বলবে না। এ কয়দিন ক্লৌজভের খুনের সঙ্গে তোমার জড়িত থাকাটাকে তুমি অস্বীকার করেছ। এটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। দোষ স্বীকার করলে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়। এই শেষ বারের মত তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি। আজ যদি অপরাধ স্বীকার না কর তাহলে কাল কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে। এস না। সব কথা আমাদের বল।...."

"আমি কিছুই জানি না।...আর সাক্ষী বলতে আপনি কি বোঝেন তাও জানি না," সেকভ ফিস্ ফিস্ করে বলল।

"এ সব বলে কোন লাভ নেই! বেশ, তাহলে কেমন করে এটা ঘটল তা আমাকেই বলতে দাও। শনিবার সন্ধ্যায় তুমি ক্লৌজভের শোবার ঘরে বসে তার সঙ্গে ভদকা ও বিয়ার খাচ্ছিলে।" (দ্মুকভস্কি স্থির দৃষ্টিতে সেকভের দিকে তাকিয়ে রইল; সমস্ত একক কথার মধ্যে একবারও সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না) "নিকলাই তোমাদের পরিচর্যা করছিল! মাঝ রাতের পরে মার্ক আইভানভিচ জানালেন এবার তিনি ঘুমুতে যাবেন। তিনি বরাবরই বারোটা থেকে একটার মধ্যে শুতে যান। তিনি যখন বুট খুলতে খুলতে তোমাকে গোলাবাড়ি সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন পূর্বনির্দিষ্ট সংকেত মাত্রই তুমি ও নিকলাই তোমাদের মাতাল মনিবকে চেপে ধরে বিছানায় ফেলে দিলে। একজন বসলে তার পায়ের উপর, অপরজন মাথার উপর। সেই মুহূর্তে হল থেকে এগিয়ে এল কালো পোশাক-পরা একটি স্ত্রীলোক; তাঁকে তোমরা চেন; এই পাপ কাজে তার ভূমিকা সম্পর্কেও আগেই তোমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিল। সে একটা বালিশ তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে তার শ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করল। ধস্তাধস্তির ফলে মোমবাতিটা নিভে গেল। স্ত্রীলোকটি তার পকেট থেকে একটা সুইডিশ দেশলাই বের করে মোমবাতিটাকে আবার ধরাল। তাই তো? তোমার মুখই বলে দিচ্ছে যে আমি সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু যা বলছিলাম, তার শ্বাসরোধ করে যখন বুঝলে যে তার নিঃশ্বাস পড়ছে না তখন তুমি এবং নিকলাই তাকে জানালার ভিতর দিয়ে টানতে টানতে কাঁটাগাছের কাছে

www.BanglaBook.org

ফেলে রাখলে। পাছে তিনি বেঁচে ওঠেন এই ভয়ে একটা ধারালো কিছু দিয়ে তাকে আঘাত করলে। তারপর তাকে বয়ে নিয়ে একটা লিলাক-ঝোপের কাছে কিছু সময়ের জন্য শুইয়ে দিলে। একটু বিশ্রাম করে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে তোমরা তাকে তুলে নিলে। বেড়ার উপর দিয়ে তাকে বইলে। তারপর রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলে। তারপরেই এল বাঁধটা। সেটার কাছে যেতেই জনৈক কৃষকের হাঁক শুনে তোমরা ভয় পেলে। কিন্তু তোমার হল কি?"

কাগজের মত সাদা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সেকভ টলতে লাগল।

বলল, "আমি শ্বাস টানতে পারছি না! ঠিক আছে তাই হোক। শুধু আমি একবার বাইরে যাব। দয়া করুন।"

সেকভকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

আরাম করে আড়মোড়া ভেঙে চুবিকভ বলল, "শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে! একেবারেই ভেঙে পড়েছে! কেমন পরিষ্কার ধরে ফেললাম। ওকে একেবারে কব্জা করে ফেলেছিলাম...."

দ্যুকভস্কি হেসে বলল, "আর কালো পোশাক-পরা স্ত্রীলোকটির কথাও সে অস্বীকার করে নি! কিন্তু ওই সুইডিশ দেশলাইটা নিয়েই গোলমালে পড়েছি। ওটাকে আর সহ্য করতে পারছি না। নমস্কার, আমি চললাম!"

দ্যুকভস্কি টুপিটা পরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। চুবিকভ আকুলকাকে জেরা শুরু করল। সে জানাল, কোন ব্যাপারেই সে কিছু জানে না।...

"আমি কেবল তোমার কাছেই থেকেছি, আর কারও কাছে নয়!" আকুলকা বলল।

সেদিন সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যেই দ্যুকভস্কি ফিরে এল। সে আগেকার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত। তার হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে কোটের বোতামই খুলতে পারছে না। গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে নতুন কোন খবর নিয়ে এসেছে।

এক দৌড়ে চুবিকভের ঘরে ঢুকে একটা হাতল-চেয়ারে ধপাস করে বসে বলে উঠল, "ভেনি, ভিডি, ভিচি! (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম!—লাতিন) আমার সম্মানের নামে শপথ করে বলছি, নিজের প্রতিভার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। শুনুন, আপনি গোল্লায় যাচ্ছেন! বুড়ো বাবু, শুনুন আর অবাক হোন! ব্যাপারটা যেমন মজার, তেমনই দুঃখের। আপনি তো ইতিমধ্যেই তিনজনকে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন, কি তাই তো? আচ্ছা, আমি এক চতুর্থ জনকেও পেয়েছি, আর সেও একটি স্ত্রীলোক। আর সে কী স্ত্রীলোক! শুধু তার কাঁধে হাত বুলাবার জন্য আমার জীবনের দশটা বছর আমি দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মন দিয়ে শুনুন! আমি কোজভকায় গিয়েছিলাম এবং তার চারপাশে কেবলই চরকির মত ঘুরেছি। পথে যত দোকানপাট, শুঁড়িখানা ও সরাইখানা পেয়েছি সর্বত্র ঢুঁ মেরেছি আর সুইডিশ দেশলাইয়ের খোঁজ করেছি। সর্বত্র সকলেই 'না' বলে দিয়েছে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরেছি। বিশবার সব আশা ছেড়েছি, আবার বিশবারই নতুন করে আশা করেছি। সারাটা দিন চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছি, আর মাত্র একটি ঘণ্টা আগে যার

www.BanglaBook.org

সন্ধানে ফিরেছি তারই দেখা পেয়েছি! এখান থেকে তিন ভার্স্ট দূরে। তারা আমাকে দশটা বাক্সের একটা প্যাকেট দিল। একটা বাক্স তাতে ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে: 'সে বাক্সটা কে কিনেছিল?' 'অমুক'। 'মহিলাটির সেটা অবশ্যই চাই। তিনি নাকি বলেছেন, ওটার কাঠিগুলো থেকে একটা মজার শব্দ বের হয়।' প্রিয় মহাশয়! নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! আজ থেকে নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল! হিউ! চলুন, যাওয়া যাক!"

"কোথায়?"

"চতুর্থ সঙ্গিনীর কাছে···খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে, অন্যথায়···আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না! আপনি কি জানেন তিনি কে? আপনি ভাবতেই পারবেন না! আমাদের পুলিশের বড়বাবু বুড়ো এভগ্রাফ কুজমিচের তরুণী ভার্যা! ওলগা পেত্রভনা! তিনিই দেশলাইয়ের বাক্সটা কিনেছিলেন!"

"তুমি···তুমি···তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"আমার মাথা ঠিকই আছে। প্রথম, তিনি ধূমপান করেন। দ্বিতীয়, রোজভের প্রেমে তিনি একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আকুলকো নামক একজনের প্রতি নিজের ভালবাসাকে তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন। প্রতিহিংসা! এখন মনে পড়ছে, তার রান্নাঘরের পর্দার পিছনে একবার দু'জনকে দেখেছিলাম। মহিলা তাকে ভালবাসা জানাচ্ছিলেন, আর ভদ্রলোক তার দেওয়া সিগারেট খেয়ে তার মুখেই ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। যাই হোক, এখন চলুন। খুব শিগগির, অন্ধকার হয়ে আসছে। চলুন!"

"একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুচ্ছ মানুষের জন্য এত রাতে একটি ভদ্র মেয়েছেলেকে বিরক্ত করব ততটা পাগল আমি এখনও হই নি।"

"ভদ্র! আপনি দেখছি গোয়েন্দা নন, একটি দুর্বল প্রাণী! আগে কখনও আপনাকে অপমান করার সাহস আমার হয় নি, কিন্তু এখন সে কাজটা করতে আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন! দুর্বল! ফাঁকিবাজ! সত্যি, প্রিয় নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! দয়া করুন!"

গোয়েন্দা অসম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে থুথু ফেলল।

"দোহাই আপনার! আমার জন্য নয়, ন্যায় বিচারের খাতিরে! আমি আপনাকে মিনতি করছি! সারা জীবনে এই একটিবার আমার প্রতি দয়া করুন!"

দ্যুকভস্কি নতজানু হল।

"নিকলাই এর্মোলায়েভিচ! দয়া করুন! সেই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে আমি যদি ভুল করে থাকি তাহলে আমাকে শয়তান বলবেন, অকর্মার ধাড়ি বলবেন। কী একটা ঘটনা! কী একটা ঘটনা! ঘটনা নয়, একটা রোমান্স! সারা রাশিয়াতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে! আপনি বিশেষ গোয়েন্দা পদে উন্নীত হবেন! যুক্তিহীন বৃদ্ধ, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করুন!"

গোয়েন্দা ভুরু কুঁচকে টুপিটার জন্য হাত বাড়াল!

www.BanglaBook.org

"তুমি গোল্লায় যাও!" সে বলল, "এবার যাওয়া যাক।"

গোয়েন্দার দুই চাকার গাড়ি যখন পুলিশের বড়বাবুর গাড়ি-বারান্দায় ঢুকল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে।

ঘণ্টার দিকে হাত বাড়িয়ে চুবিকভ বলল, "কী শুয়োরের দল আমরা! মানুষদের বিরক্ত করে বেড়াচ্ছি!"

চৌকাঠেই চুবিকভ ও দ্যুকভস্কির দেখা হয়ে গেল বছর তেইশের একটি লম্বা, মোটা স্ত্রী-লোকের সঙ্গে। তার ভুরু দুটো ঝুলকালির মত কালো আর ঠোঁট দুটি তরতাজা লাল। ইনিই পুলিশের বড়বাবুর স্ত্রী ওল্গা পেত্রভনা।

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "আঃ, কী আনন্দের কথা! আপনারা নৈশভোজের ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। আমার এভগ্রাফ কুজমিচ বাড়িতে নেই। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত পুরোহিতের বাড়িতেই কাটান। কিন্তু তাকে ছাড়াই আমরা সব ব্যবস্থা করে নিতে পারব। দয়া করে বসুন। আপনারা কি গোয়েন্দা-আপিস থেকে আসছেন?"

ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটা হাতল-চেয়ারে বসতে বসতে চুবিকভ বলল, "হ্যাঁ দেখুন না, আমাদের গাড়ির একটা স্প্রিং ভেঙে গেল তাই···।"

দ্যুকভস্কি তার কানে কানে বলল, "এই মুহূর্তে চেপে ধরুন।"

"একটা স্প্রিং মানে হ্যাঁ তাই আমরা একটু নেমে পড়েছি।"

"আমি বলছিলাম চেপে ধরুন! দেরী হলে উনি সব বুঝতে পারবেন···"

চেয়ার থেকে উঠে জানালার দিকে যেতে যেতে চুবিকভ বলল, "তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমাকে এর মধ্যে টেনো না। আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না! তুমি আমাকে মহা মুস্কিলে ফেলেছ।"

দ্যুকভস্কি লম্বা নাকটা কুঁচকে ওল্গা পেত্রভনার কাছে গিয়ে বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ, একটা স্প্রিং আমরা মানে নৈশভোজন করতে বা এভগ্রাফ কুজমিচের সঙ্গে দেখা করতে এখানে ঢুকে পড়ি নি। আমরা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, মার্ক আইভানভিচ, যাকে আপনারা খুন করেছেন, তিনি কোথায়?"

হঠাৎ ওল্গা পেত্রভনার মুখের উপর একটা উজ্জ্বল আলোর আভা খেলে গেল। সে থতমত খেয়ে বলল, "কি? কোন্ মার্ক আইভানভিচ? আমি···আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমি আইনের নামে প্রশ্নটা করছি। কৌজভ কোথায়? আমরা সব জেনেছি"

"কার কাছ থেকে?" দ্যুকভস্কির স্থির দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে ইন্সপেক্টরের স্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করল।

"দয়া করে দেখিয়ে দিন তিনি কোথায় আছেন।"

"কিন্তু আপনারা জানলেন কেমন করে? কে আপনাদের বলেছে?"

"আমরা সব জেনেছি। আইনের নামে বলছি!"

www.BanglaBook.org

স্ত্রীলোকটির ভীতি-কাতরতায় উৎসাহিত হয়ে গোয়েন্দা তার কাছে এগিয়ে বলল, "বলে দিলেই আমরা চলে যাব। নইলে আমরা...."

"তিনি আপনাদের কে হন ?"

"কেন এ সব প্রশ্ন করছেন ম্যাডাম ? আমরা আপনাকে বলছি তাকে দেখিয়ে দিন ! আপনি কাঁপছেন, বিচলিত হয়েছেন...হ্যাঁ, তিনি খুন হয়েছেন, আর আপনারাই তাকে খুন করেছেন ! আপনার সঙ্গীরাই সব ফাঁস করে দিয়েছে !"

ওল্‌গা পেত্রভ্‌নার মুখটা সাদা হয়ে গেল।

হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে শান্ত গলায় বলল, "চলুন। তাকে আমার স্নানঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের দোহাই ! আমার স্বামীকে বলবেন না ! আপনাকে মিনতি করছি ! তিনি এতটা সইতে পারবেন না !"

দেয়াল থেকে একটা বড় চাবি নিয়ে ওল্‌গা পেত্রভ্‌না অতিথিদের সঙ্গে করে রান্নাঘর ও দালান পার হয়ে উঠোনে নামল। বাইরেটা অন্ধকার। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। পুলিশের বড়বাবুর স্ত্রী সকলের আগে। চুবিকভ ও দ্রাকভ্‌স্কি তার পিছন পিছন বড় বড় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বুনো শনগাছ ও পায়ের তলাকার আবর্জনার গন্ধ নাকে আসছে। একটু পরেই তাদের পা পড়ল লাঙল-দেওয়া মাটিতে। অন্ধকারে চোখে পড়ল গাছগাছালির ছায়া-রেখা, আর গাছপালার ফাঁকে বাঁকা চিমনিওয়ালা একটা ছোট ঘর।

ওল্‌গা পেত্রভ্‌না বলল, "ওটাই স্নান-ঘর ! কিন্তু আপনাদের মিনতি করছি, কাউকে কিছু বলবেন না !"

সেখানে পেঁছে চুবিকভ ও দ্রাকভ্‌স্কি দরজায় একটা মস্ত বড় তালা দেখতে পেল।

গোয়েন্দা তার সহকারীকে চুপিচুপি বলল, "একটা মোমবাতি ও কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী রাখ !"

বড়বাবুর স্ত্রী তালা খুলে আগন্তুকদ্বয়কে স্নানঘরে ঢুকিয়ে দিল। দ্রাকভ্‌স্কি একটা দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকতেই বাইরের ঘরটা আলোকিত হল। মাঝখানে একটা টেবিল। তার উপর একটা পেটমোটা ছোট সামোভারের পাশে ভুক্তাবশিষ্ট বাঁধাকপির ঝোলের একটা গামলা এবং কিছুটা ছসশুদ্ধু একটা ছোট পাত্র।

"তারপর !"

সকলে পাশের ঘরে ঢুকল। সেটাই স্নান-ঘর। সেখানেও একটা টেবিল। তার উপরে শুকর-মাংসের একটা বড় থালা ও এক বোতল ভদ্‌কা ; সঙ্গে প্লেট, ছুরি ও কাঁটা।

গোয়েন্দা শুধাল, "কিন্তু তিনি...তিনি কোথায় ? আসল লোকটি কোথায় ?"

বিবর্ণ ওল্‌গা পেত্রভ্‌না কাঁপতে কাঁপতে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "তিনি আছেন একেবারে উপরের তাকে।"

www.BanglaBook.org

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে দ্যুকভস্কি উপরের তাকে উঠে গেল। দেখতে পেল, সেখানে একটা লম্বা মনুষ্য-দেহ বড় পালকের গদীতে নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে সামান্য নাক ডাকার শব্দও আসছে।

"আমাদের ঠকানো হয়েছে, গুলি মার!"

দ্যুকভস্কি চীৎকার করে বলে উঠল, "এ তো সে লোক নয়। এখানে তো শুয়ে আছে একটা সাক্ষাৎ বোকারাম! হেই, তুমি কে? গুলি মার!"

শিসের মত শব্দ করে শ্বাস টেনে লোকটি নড়ে উঠল। দ্যুকভস্কি তাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল। লোকটি দুই হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল, মাথাটাও সামান্য তুলল।

একটা কর্কশ ভারী গলায় প্রশ্ন করল, "চোরের মত কে ঘরে ঢুকল? কি চাও?"

মোমবাতিটা অপরিচিত লোকটির মুখের কাছে তুলে ধরে দ্যুকভস্কি আর্তনাদ করে উঠল। লাল নাক, এলোমেলো চুল, আর ঝুলু-কালো গোঁফ, তার একটা কোণ খাড়া উঠে গেছে সিলিং-এর দিকে—সব দেখে চিনতে অসুবিধা হল না যে লোকটি স্বয়ং কর্নেট ক্রৌজভ।

"আপনি··· মার্ক··· আইভানভিচ? এ হতে পারে না!"

উপরের দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা বুঝি জমাট বেঁধে গেল।

"হ্যাঁ, আমি। আর তুমি, দ্যুকভস্কি। তোমাদের আবার এখানে কি কাজ পড়ল? আর নীচে ওই কদাকার মুখটা কার? সাধু-সন্তরা বেঁচে থাকুন, এটি গোয়েন্দাপ্রবর নয়? পৃথিবীটা বড়ই ছোট, তাই না!"

কোনরকমে নীচে নেমে ক্রৌজভ চুবিকভকে জড়িয়ে ধরল। ওলগা পেত্রভনা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

"এসব কি চলছে? এস, একটু পান করা যাক, গুলি মার এসব ব্যাপারে। ট্রা-টা-টা-টম্-টম্! একপাত্র হোক। তোমাদের এখানে আনল কে? তোমরা কেমন করে জানলে যে আমি এখানে আছি? অবশ্য তাতে কিছুই যায় আসে না। একপাত্র হয়ে যাক।"

ক্রৌজভ আলো জ্বালিয়ে তিন গ্লাস ভদকা ঢালল।

হতচকিত গোয়েন্দা বলল, "আমি বলতে চাই' কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ কি তুমি, না আর কেউ?"

"যথেষ্ট হয়েছে।···আবার একটা বক্তৃতা শোনাতে চাও নাকি? সে কষ্টে আর কাজ নেই। দ্যুকভস্কি, তোমার গ্লাসটা শেষ কর। বন্ধুগণ, আজকের এই উৎসবের রাত। এক দৃষ্টিতে কি দেখছ? ঠোঁট ভেজাও!"

ভদকা গলায় ঢেলে গোয়েন্দা বলল, "আমি এখনও বুঝতে পারছি না···তুমি এখানে কেন?"

"আমার ইচ্ছা হলে এখানে আসতে পারব না কেন?"

www.BanglaBook.org

ভদ্‌কা শেষ করে ক্লৌজভ একটুকরো শূকর-মাংস খেয়ে নিল।

"দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি পুলিশ-কর্তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছি। অবশ্য এই পাতালে লুকিয়ে আছি গৃহ-দানবের মত, পানপাত্র শেষ কর! বউটির জন্য আমার বড় দুঃখ হল। তার জন্য করুণা হল, তাই এখানে বাস করছি, সন্ন্যাসীর মত একটা ভাঙা স্নান-ঘরে। খাবারটা তো পাচ্ছি। পরের সপ্তাহেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছি। এর মধ্যেই বিরক্তি ধরে গেছে।"

"দুর্বোধ্য।" দ্মিত্রিভস্কি বলল।

"কি দুর্বোধ্য?"

"দুর্বোধ্য। ঈশ্বর সাক্ষী, আপনার বুট বাগানে গেল কেমন করে?"

"কোন্ বুট?"

"আমরা একটা বুট পেলাম শোবার ঘরে, আরেকটা বাগানে।"

"তুমি এ সব জানতে চাইছ কেন? এটা তো তোমার কোন ব্যাপারই নয়। এস, একপাত্র খাও, গুলি মার। তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ, অতএব খাও। আরে বন্ধু, বুটের ব্যাপার একটা মজার গল্প। আমি ওল্‌গার কাছে যেতে চাই নি। আমার মেজাজটা ভাল ছিল না; তুমি তো জান, আমার তখন নেশার ঘোর। সে তখন জানালার নীচে এসে ঘ্যান-ঘ্যান শুরু করে দিল। এই সব মেয়ে মানুষদের রকম-সকম তো তুমি জান। যাই হোক, আমি তখন মাতাল, এক পাটি বুট নিয়েই তাকে তাড়া করলাম। হা, হা, হা! বললাম, 'ঘ্যানঘ্যানানি থামাও।' সে তখন জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকল, বাতি জ্বালাল, তারপর আমাকে পেটাতে শুরু করল। আমি মাতাল মানুষ, সহজেই আমাকে কাবু করে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এল, আর তালাবন্দী করে আটকে রাখল। অতএব আমি এখানে আছি পিরিতি, ভদ্‌কা আর কিঞ্চিৎ আহার্যের দায়ে। কিন্তু তোমরা কোথায় চলেছ? চুবিকভ, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

থুথু ফেলে গোয়েন্দা স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছন পিছন মাথা নীচু করে বের হল দ্মিত্রিভস্কি। দুজনেই ভাল মানুষের মত গাড়িতে চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পথ-ভ্রমণ আর কখনও এত একঘেয়ে, এত দীর্ঘ মনে হয় নি। সারা পথ চুবিকভ রাগে কাঁপতে লাগল, আর দ্মিত্রিভস্কি কলার দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখল, পাছে অন্ধকার এবং রাত্রি তার মুখে লজ্জার প্রকাশটা দেখে ফেলে।

বাড়ি পেঁছে গোয়েন্দা দেখল, ডাক্তার ত্যুত্যুয়েভ সেখানে হাজির। টেবিলে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে "নিভা" ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

বিষণ্ণ হাসি দিয়ে গোয়েন্দাকে স্বাগত জানিয়ে ডাক্তার বলল, "এ জগতে কত কী না ঘটে। অস্ট্রিয়া আবার শুরু করেছে। আর গ্ল্যাডস্টোনও।"

চুবিকভ টুপিটাকে টেবিলের তলায় ছুঁড়ে দিয়ে একেবারে ফেটে পড়ল।

"গুলেবাজ। এখান থেকে চলে যাও। তোমাকে হাজার বার বলেছি, তোমার রাজনীতি নিয়ে আমাকে জ্বালিও না। রাজনীতি করার মত সময় আমার নেই। আর তুমি ...." বদ্ধমুষ্টি

www.BanglaBook.org

নেড়ে চুবিকভ এবার দ্যুকভস্কির দিকে ঘুরে বলল, "আর যতদিন বেঁচে থাকব আমি তোমাকে কখনও ক্ষমা করব না।"

"কিন্তু···সুইডিশ দেশলাইটা! আমি কেমন করে জানব?"

"রাখো তোমার দেশলাই। এখান থেকে চলে যাও। আর আমাকে জ্বালিও না।···চলে যাও আর দূরে দূরেই থেকো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্যুকভস্কি টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

"চলে তো যাবই, তারপর মদ গিলব।" ফটক পার হয়েই সে মনস্থির করে ফেলল এবং সোজা শুঁড়িখানার দিকে চলতে লাগল।

স্নান-ঘর থেকে বাড়ি ফিরে ওলগা পেত্রভনা দেখল, তার স্বামী ড্রয়িং-রুমে বসে আছে।

"গোয়েন্দা এসেছিল কেন?"

"সে বলতে এসেছিল তারা ক্লৌজভকে খুঁজে পেয়েছে। কল্পনা কর, অন্য একজনের স্ত্রীর সঙ্গে তাকে খুঁজে পেয়েছে।"

চোখ খুলে পুলিশের বড়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "ওঃ মার্ক আইভানভিচ, মার্ক আইভানভিচ! কতবার তোমাকে বলেছি এই লাম্পটাই তোমার কাল হবে। আমি তো বলেছি, কিন্তু সে-কথা তোমার কানে ঢোকে না।"